৪-৪-৫৪

কল্লোল চিত্রের নিবেদন

তারাশঙ্করের

নাগিনী কন্যার কাহিনী

পরিচালনা
সলিল সেন

সঙ্গীত
রবিশঙ্কর

নৃত্য
দেবেন্দ্রশঙ্কর

কল্লোল চিত্র প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন

নাগিনী কন্যার কাহিনী

কাহিনী ও সংলাপ—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রযোজনা—বি. এন. রায় ও বিজয় চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা :
রবিশঙ্কর

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
সলিল সেন

নৃত্য-পরিচালনা—দেবেন্দ্রশঙ্কর

গীতিকার—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামল গুপ্ত

চিত্রশিল্পী—শৈলজা চট্টোপাধ্যায়

বহিদৃশ্য গ্রহণ—অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দযন্ত্রী—মণি বসু ও অবনী চট্টোপাধ্যায়

সংগীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দযোজনা—
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

শিল্পনির্দ্দেশনা—সুনীল সরকার

সম্পাদনা—সুবোধ রায়

ব্যবস্থাপনা—অজিত সরকার
রতন চক্রবর্ত্তী

স্থিরচিত্র—ষ্টুডিও রেঁণেসা
নবেন্দু পাল এস্, এ, সি

প্রচার পরিকল্পনা—ক্যাপ্স (C.A P.S.)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—সুহাস কুমার সেন,
রাম চৌধুরী, দীনেশ চন্দ্র মিত্র,
গৌর মিত্র, মোহন চট্টোপাধ্যায়।

আলোক সম্পাতে—শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়,
দুলাল শীল, নিতাই শীল,
যাদব সেন, বলদেব রাও,
জগ্‌গু সিং।

পটশিল্পী—কবিদাস গুপ্ত ॥ সেট নির্ম্মাণ—ভোলা ভট্টাচার্য্য রূপসজ্জা—মদন পাঠক

ভূমিকায়—

ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর কুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, কালীপদ চক্রবর্ত্তী, দিলীপ রায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, দেবী নিয়োগী, বেচু সিংহ, রসরাজ চক্রবর্ত্তী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল চক্রবর্ত্তী, অলক মুখার্জ্জী, রথীন ঘোষ, পঙ্কজ গুহ, সুধীর রায়, কালী চক্রবর্ত্তী, অশোক সরকার, রমেন সেন, মাষ্টার সতু, ননী, দেবু চট্টোপাধ্যায় এবং চন্দন রায়।

মঞ্জু দে, শীলা দাস, গীতা দাস, ডলি ঘোষ, স্নিগ্ধা চক্রবর্ত্তী ও নবাগতা মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা রায়।

কণ্ঠ সংগীত—আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু, সন্ধ্যা রায়, গীতা দাস, আলো রায়, শৈলেন মুখার্জ্জী, মৃণাল চক্রবর্ত্তী, সুকুমার মিত্র, সুহাস মিত্র, বাবু রহমান ও সুকুমার রায়।

সহকারী বৃন্দ—

পরিচালনায়—সুকুমার রায় চৌধুরী, বিশু চট্টোপাধ্যায়, মন্টু ঘোষ ॥ সংগীতে—আলোক দে ॥ চিত্রগ্রহণে—অমুল্য দত্ত এস্, এ, সি,—মনীষ দাসগুপ্ত এস্, এ, সি ॥ শব্দগ্রহণে—রথীন ঘোষ, কুমারশ, বীরেন নস্কর ॥ রূপসজ্জায়—গোপাল হালদার, সত্যেন ঘোষ, শম্ভুনাথ দাস, জামাল ॥ পটশিল্পে—রবিদাস গুপ্ত, প্রবোধ ভট্টাচার্য্য ॥ সাজ সজ্জায়—বিশ্বনাথ দাস ॥ ব্যবস্থাপনায়—সুনীল দত্ত, শম্ভু আঢ্য ॥ সম্পাদনা—মিহির ঘোষ ॥

বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত এবং ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

পরিবেশক : জনতা পিকচার্স এ্যাণ্ড থিয়েটার্স লিঃ

"কাহিনী"

চম্পাইনগরের ধারে সাঁতালী পাহাড়ে সৃষ্টির আদিকাল থেকে শতক পুরুষের বাস বিষবৈদ্যদের। —চাঁদসদাগরের সাথে বিবাদ সর্প-দেবতা মা মনসার। বাসরে হবে লখিন্দরের সর্পাঘাত। বিষবৈদ্য-দের চাঁদো বেনে ভার দিল বাসর রক্ষার। অন্ধকার আকাশে মেঘ জমেছে, এমন সময় সাঁতালীর সীমানার ধারে কে যেন কেঁদে ওঠে। বিষবৈদ্যদের প্রধান শির-বৈদ্য এসে দেখে ৯।১০ বছরের একটি মেয়ে। মনে হল যেন তারই মরা মেয়ে সীমানার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। শিরবৈদ্য ভুলে গেল তার মন্ত্র তন্ত্র, ভুলে গেল তাহার প্রতিজ্ঞার কথা। কেঁদে

উঠে জড়িয়ে ধরল ছলনাময়ী কালনাগিনীর কণ্ঠে মূর্তিধরা দেহখানি। প্রতিজ্ঞা করলে কালনাগিনী, মেয়ে হয়ে তার ঘরে চিরকাল থাকবে। কাল ঘুম নেমে এল লোহার বাসরে। লখিন্দরের হল সর্পাঘাত। সেই থেকে তাদের জাত গেল, মান গেল, বাস গেল। 'বিষবৈদ্য' থেকে তারা হল 'বিষবেদে'। গাঙ এর জলে নৌকো ভাসল তাদের। ভাগীরথীর কূলে হিজল বিলের পাশে কালনাগিনীর আদেশে গড়ে উঠল তাদের নতুন সাঁতালী। সঙ্গে থাকে এদের নরদেহে দেবতা কালনাগিনীর প্রতিভূ নাগিনী কন্যা। আর থাকে সমাজের প্রধান, শিরবেদে। বছরের পৌষ থেকে শ্রাবণ পর্য্যন্ত বাস করে এরা এই সাঁতালীতে, তারপর শ্রাবণের শেষে বেরিয়ে পড়ে নৌকো করে সহরের উদ্দেশ্যে। পঞ্চাশ বছর আগেও ওরা এসেছিল সহরে। তখন ওদের নাগিনী কন্যা শবলা আর শিরবেদে মহাদেব। শিবরাম কবিরাজ বলে 'আমাদের কথা সত্যি হলে বিষবেদেদের কথাও সত্যি'।

এই শিবরামের কাছে এক দিন শবলা জিজ্ঞাসা করে—'বল তো কচি ধন্বন্তরি সত্যি কি আমি মানুষ, সত্যি কি আমি দেবীরূপিনী, সত্যি কি আমি কালনাগিনী, সত্যি কি ভালবাসা পাপ ?' এত প্রশ্নের উত্তর শিবরাম দিতে পারেনি। শবলা নিজেও সমাধান করতে পারেনি তার এ সংশয়। পিঙ্গলার বিয়ের দিন নববধূকে দেখে তার মনেও বাসনা জেগেছিল ঘরের, বরের, সাধারণ মানুষের মতনই তার মনের কামনা উদ্বেলিত হয়ে ছিল সন্তান সন্ততির, নারীত্বের পূর্ণতার জন্য।

দুলালের অহেতুক ভালবাসার অমর্য্যদা করার সাহস তার হয়নি, সাড়া দিতে চেয়েছিল সে। পালিয়ে যেতে চেয়েছিল সাধারন মানুষের মতন, দেবত্বের খোলস ত্যাগ করে। কিন্তু আশা তার পূর্ণ হল না। শিরবেদে মহাদেবের চক্রান্তে দুলালের প্রাণ গেল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার আগে শবলার জীবনে এল পরম বিপর্য্যয়। পিঙ্গলার মামা ভাদু আর শিরবেদের ষড়যন্ত্রে পিঙ্গলাকে বরণ করল তারা নতুন নাগিনী কন্যারূপে। অসম্মান ও অবমাননা থেকে মুক্তি পাবার জন্য চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করে শবলা। অসতর্ক মুহূর্ত্তে শিরবেদের বুকে বিঁধিয়ে দেয় বিষকাঁটা।

পিঙ্গলার জীবনেও প্রকট ভাবে দেখা দিল শবলার জীবন-জিজ্ঞাসা। তারও প্রাণ মুক্তি চাইল। জীবনের বিশেষ লগ্নে দেখা হ'ল তার নাগুঠাকুরের সঙ্গে। সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করে নাগুঠাকুর এগিয়ে এসেছিল বেদেদের মাঝে, সাড়া দিতে পিঙ্গলার নীরব আকুতিতে। কিন্তু পিঙ্গলার সংস্কারের কাছে হার মেনে ফিরে গেল নাগুঠাকুর কামরূপ কামখ্যায়। সেখানে দেখা হল এক যোগিনীর সাথে। অতীত জীবনে শবলার সাথে। শবলা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছিল, দেবী থেকে মানবী হবার সাধনায় সে হয়েছিল যোগিনী। শবলারই উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে উঠল নাগুঠাকুর, এগিয়ে গেল পিঙ্গলার উদ্ধারে। এদিকে সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছিল পিঙ্গলার জীবনে। মুক্তির বার্ত্তা নিয়ে এল শবলা। পুরাতনকে বিধ্বস্ত করে নতুন জীবনের চেতনা আনলো নাগুঠাকুর। দেবীর জীবনে প্রাণ সঞ্চার হল। নাগিনী কন্যা প্রাণ খুজে পেল মানুষের সমারোহের মাঝে।

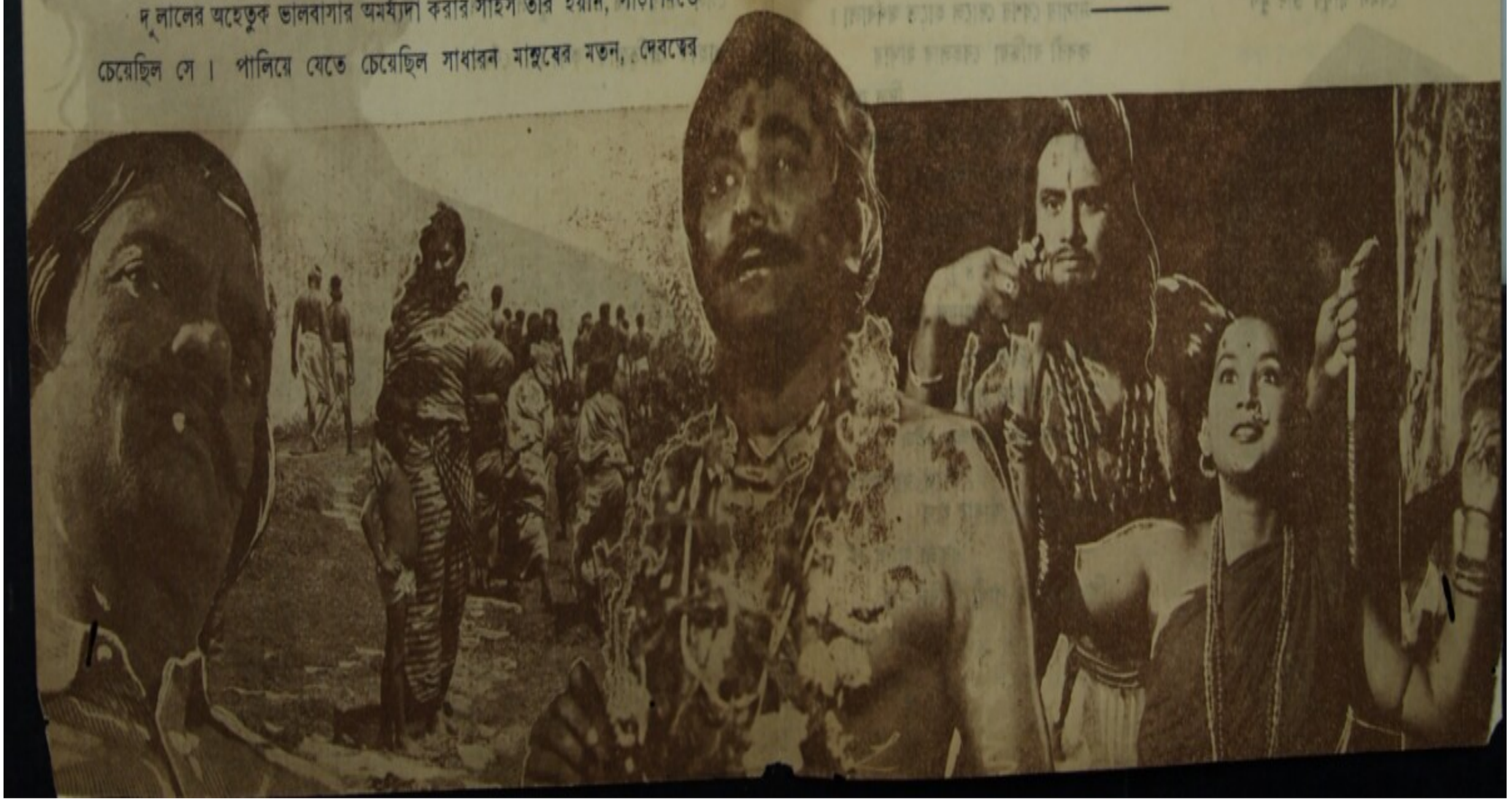

"গান"

(১)

ও তুই যেতে সরাণে
ধাক্কা লেগেছে পরাণে ॥
হিজল পাতার ঘর করিনু
হিচর পিচর করে—
তুই এসে না থাকিলে
পরাণ কাঁপে ডরে ।
আতা আতা ঘোর
ওগো ঘুরঘুরে চাদর
কোথা গিয়েছিলে নাগর—ও—ও
যখন চৌকাঠে দিলে পা
তখন ছমকে ওঠে গা—
তুই যেতে সরাণে—

(২)

কথা :—তারাশঙ্কর

যেমন বাবুর চাঁদমুখ
তেমনি বিদায় পাবো গো
তেমনি বিদায় পাবো ।
বেনারসী শাড়ী পইর‍্যা
নেচে নেচে যাবো গো...
যেমন বাবুর চাঁদ মুখ...

(ক) কথা :—তারাশঙ্কর

জয় বিষহরি গো—জয় বিষহরি
চাঁদোবেনে দণ্ড দিল তোমার
কৃপায় তরি গো অ—গ
চম্পাই নগরের ধারে সাঁতালী
পাহাড় গো । অ—গ

(খ)

আমার সাত জনমের বাপ
তোরে দিছি বাক্ গো—অ—গ ।
তুমি না ছাড়িলে আমি
হইব না যে পর গো—অ—গ ॥

(৩)

কথা :—বিজয় গুপ্ত 'মনসা মঙ্গল'

মনে কি ভাবনা হইল রে
মনে কি ভাবনা হইল ... ...
আঁচরিয়া বান্ধিল যতেক চারুকেশ
বেশ ভুষা দিয়া তার করিল সুবেশ ॥
অঙ্গেতে পরায়ে বেহুলার
নানা আভরণ ।
কটীতে পরায়ে বেহুলার
বিচিত্র বসন ॥
আঙুলে অঙ্গুরী পরে গলায়
মুক্তার মালা ।
নাসায় বেশর দোলে হাতে স্বর্ণবালা ॥
কবরী বান্ধিয়া বেহুলার মাথায়
দিল ফুল
মধু খাবে বইল্যা আসে অলিকুল ।
আসে অলিকুল ।
আসে অলিকুল ॥

(৪)

কথা :—শ্যামল গুপ্ত

উরবু হায় হায়রে—
সে মোর সোনর লখিন্দর ।
তারি সোনার বরণ অঙ্গ হইল
বিষে জর জর ॥
কেমন কইর‍্যা আঁধার ঘরে
একলা আমি রই
পিঞ্জর ছাড়িল পাখী ফিরিল বাবু
কই আর

18 AUG 19

তারি খোজে আমি হইলাম দেশ
সে মোর সোনার লখিন্দর ॥
যে নিয়তির লিখন ঝরায়ে
ভালবাসার ফুল
সেই নিয়তির হাতে বেহুলা
নাচেরি পুতুল
যে নয়নে আগুন জ্বালায়ে
পুইর‍্যাছে মদন
সেই নয়নে শীতল কর অভাগিনীর মন
সতীর মরা পতি জিয়াও এবার
ফিরি ঘর
সে মোর সোনার লখিন্দর ... ...

কথা :—তারাশঙ্কর

(ক) তুমি পুঁতলে বিষবিরিক্ষি ফল
খাইবে কে গো
ফল খাইবে কে।
(খ) মরুক মরুক চাঁদোবেনে মুণ্ডে
পড়ুক বাজ গো।
মুণ্ডে পড়ুক বাজ।
এত দেবতা থাকতে হইল
মনসার সাথে বাদ গো
মনসার সাথে বাদ ॥
(গ) ওঠ ওঠ বেহুলা সায়বেনের ঝি
তোরে পাইল—কালনিদ্রা
মোরে খাইল কি
আহা নাগিনী কাটিল ॥
(ঘ) জলে ভেসে যায় সোনার কমলা
অভাগিনী অনাথিনী—
ও কঠিন নাগিনী তোর দয়া হল না
ও কঠিন নাগিনী ...

(৫) ক

কথা :—শ্যামল গুপ্ত

তাকাতুররর জাগজাঘিনা, জাগজাঘিনা
গিজঘিনিতা
কিনিতা ঝাঁঝাঁকুরর ঝাঁঝাঁকুরর
ঝাঁঝাঁকুরর গিজঘিনিতা
তাগিনা থৈ, তাকাতুর ঝাঁঝাঁকুরর-
তাকাতুরর ঝাঁঝাঁকুরর
তাকুর ঝাকুর তাকুর ঝাকুর তাকুর
ঝাকুর ঝা

তুমড়ি বাঁশী ... ...
বিষম ঢাকী ... ...
চিমটে বাজারে ... ...
নাচো নাগিনী কন্যে হেলে দুলে
এল খোঁপা সাজায়ে গো রাঙাফুলে
তোমার কালবরণ অঙ্গ চিকিমিকি
নেশা লাগায় তোমার চোখের ঝিকিমিকি
তাক্ তুম্ তুম্ তুম্ তুম্ ··· তুম্ তুম্ ঝাঁ
তোমার ভাব দেখে বাঁচেনা পরাণ-
যেন আঁখিঠারে কথা বলে
মারে নয়নবান
ঐ মেঘলাবরণ—নরম নরম গড়নে
মুখের মিঠা মিঠা ভাবে পরাণ যায় ভুলে
নাচো নাগিনী ... ...

(খ)

রূপের গাঙে বাণ ডেকেছে ছলছল ঢেউ,
কূল মানেনা বাঁধ মানেনা দেখিস
কি তা কেউ ॥
অঙ্গ যেন কচি লতা হাওয়ায়
হিলিহিলি।
ডাকাতিয়া বাঁকা হাসি কাঁপে
ঝিলিমিলি ॥
ছাতিম গাছে পাতা বাজায়
নুপুর রিনি ঝিনি
হিজল বিলে লহর বলে তোমায়
চিনি চিনি
দাও জুড়ায়ে পরাণের যত জ্বালা···
নিশ্বাস লেগে নেশার পড়ি ঢুলে ঢুলে
নাচো নাগিনী কন্যেগো হেলে দ লে
নাচো — —
ও — ও — ও —

(৬)

কথা :—শ্যামল গুপ্ত

চাঁপাফুলের মোহনমালা নিঠুর কালা
লইল না
নিঠুর কালা লইল না ॥
সুখের সোয়াদ যে পাইলাম নারে
ঘর বাঁধা মোর হইল না।
কালীনাগের কন্যে আমি
আর যে পারি নে,
আর যে পারি নে,
মা জননী বিষহরি এবার খালাস দে—
দুঃখের ভাগী আপনজনার সঙ্গ
করা সইল না ॥
পরাণে বিষ মিছাই অইলা হইল
মুখের মধু
সে মধু খাইতে আমার নাহি আইল বঁধু
মাথার মনি লইল ও তার মাথার
কিরা রইল না ॥
চাঁপা ফুলের ... ...

চলচ্চিত্র-সৃষ্টির ইতিহাসে এক নতুন পথের নিশানা

বিকাশরায় প্রোডাকসন্স
প্রাইভেট লিঃ নিবেদিত

উত্তম কুমার
অভিনীত

অবধূত বিরচিত

*

মরুতীর্থ হিংলাজ

প্রযোজনা ও পরিচালনা· বিকাশ রায় সঙ্গীত· হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

• কল্পনা রিলিজ •

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।